193281 - আল্লাহ্‌র মাস 'মুহররম'-এ বিয়ে করা মাকরূহ হওয়া মর্মে যে সব কথাবার্তা ছড়ানো হচ্ছে

প্রশ্ন

'মুহররম' মাসে বিয়ে করা কি মাকরূহ; যেমনটি আমি কিছু লোকের কাছে শুনেছি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

'মুহররম' মাসে তথা যে মাসটি চন্দ্র বছরের প্রথম মাস; সে মাসে বিয়ে করতে বা বিয়ের প্রস্তাব দিতে কোন অসুবিধা নাই। এটি মাকরূহও নয়; হারামও নয়। এ সংক্রান্ত অনেক দলিলের কারণে:

এক:

বৈধতা ও দায়মুক্ততার মূল বিধানের ভিত্তিতে; যে ক্ষেত্রে এমন কোন দলিল উদ্ধৃত হয়নি যা মূল বিধানকে পরিবর্তন করতে পারে। আলেমদের মাঝে মতৈক্যপূর্ণ একটি নীতি হল: "অভ্যাস ও কর্মগুলোর মূল বিধান হল বৈধতা; যতক্ষণ না নিষিদ্ধতার দলিল উদ্ধৃত হয়"। যেহেতু কুরআন-হাদিসে, আলেমদের ইজমা-কিয়াসে এবং সলফে সালেহীনদের উক্তিতে এমন কিছু উদ্ধৃত হয়নি যা 'মুহররম' মাসে বিয়ে করতে বাধা দেয়; সুতরাং মূল বৈধতার বিধানের উপর আমল করা হবে ও ফতোয়া দেওয়া হবে।

দুই:

বৈধতার পক্ষে আলেমগণের ইজমা রয়েছে; নিদের পক্ষে সেটা ইজমা সুকুতী (নিরবতামূলক ইজমা)। যেহেতু আমরা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, গ্রহণযোগ্য ইমাম এবং আমাদের যামানা পর্যন্ত তাদের অনুসরণকারী পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি এমন কোন আলেম পাইনি যিনি 'মুহররম' মাসে বিয়ে করাকে বা বিয়ের প্রস্তাব দেয়াকে' হারাম বলেছেন কিংবা মাকরূহ বলেছেন।

যে ব্যক্তি এ মাসে বিয়ে করা থেকে বারণ করেন তার কথা বাতিল ও অশুদ্ধ হওয়ার জন্য দলিল হিসেবে এটাই যথেষ্ট যে এটি এমন ফতোয়া যেটার পক্ষে কোন দলিল নাই এবং কোন আলেমের বক্তব্য নাই।

তিন:

'মুহররম' মাস একটি সম্মানতি ও মর্যাদাবান মাস। এ মাসরে ফযলিতরে ব্যাপারে উদ্ধৃত হয়ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "রমযান মাসরে পর সবচয়েে উত্তম হচ্ছে মুহররম মাসরে রোযা।"[সহহি মুসলমি (১১৬৩)]

যে মাসকে আল্লাহ্নজিরে দকিে সম্বোধতি করছেনে (شهر الله المحرم-আল্লাহ্র মুহররম মাস) এবং যে মাসে রোযা রাখা অন্য মাসে রোযা রাখার চয়েে অধকি সওয়াবপূর্ণ এমন মাসে এ ধরণরে কাজরে ক্ষত্রেে বরকত ও মর্যাদা সন্ধান করা যুক্তযিুক্ত। এমন মাসে বষিাদগ্রস্ত থাকা, বয়িে করতে ভয় পাওয়া ও বয়িে করাকে অশুভ মনে করা ঠকি নয়; যা হচ্ছে জাহলেী কুসংস্কার।

চার:

যদি কউে এই বলে দললি দতিে চায় য, এ 'মুহররম' মাস হচ্ছে এমন মাস যে মাসে হুসাইন বনি আলী (রাঃ) শাহাদাত বরণ করছেনে; যমেনটি কছিু রাফযেরিা করে থাকে; তাহলে তাকে বলা হবে: নঃিসন্দহেে তাঁর শাহাদাতরে দনি ইসলামরে ইতহিাসে একটি অপূরণীয় ক্ষতরি দনি। কন্িতু তা সত্ত্বওে সটো সইে দনিে বয়িে করা বা বয়িরে প্রস্তাব দয়ো হারাম হওয়াকে আবশ্যক করে না। আমাদরে শরয়িতে প্রতি বছর বষিাদকে নবায়ন করা ও শোককে এভাবে জারী রাখা যাতে করে সটো আনন্দরে প্রকাশককে বাধাগ্রস্ত করে এমন কছিু নাই।

যারা এমন বক্তব্য দচ্ছিনে আমাদরে এ অধকিার রয়ছেে য, তাদরেকে জজ্ঞিসে করব: যইে দনি রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গছেনে সইে দনি কি উম্মতে মুসলমিার উপর এর চয়েে বড় মুসীবত অবতীর্ণ হয়নি! তাহলে সইে গোটা রবউিল আউয়াল মাসে কনে বয়িে করা হারাম করা হয় না?! কোন সাহাবী থকেে, নবী পরবিাররে কোন সদস্য থকেে কংিবা তাদরে পরবর্তী কোন আলমে থকেে এটি হারাম হওয়া বা মাকরূহ হওয়ার মর্মে কোন উদ্ধৃতি বর্ণতি হল না কনে!!

এভাবে আমরা যদি যইে দনিই কোন নবী পরবিাররে সদস্য বা অন্যদরে মধ্য থকেে কোন বড় ইমামরে মৃত্যুতে বা শাহাদাতরে প্রক্ষেতিে আমরা শোককে নবায়ন করতে থাকি তাহলে আনন্দ ও খুশরি দনি ও মাসগুলো সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং মানুষ এমন সংকটে পড়ে যাবে যা থকেে উত্তরণরে শক্তি তাদরে নাই। কোন সন্দহে নাই ধর্মীয় ক্ষত্রেে নতুন প্রবর্তনরে অনষ্টি সর্বপ্রথম প্রবর্তনকারীদরে উপরে বর্তায়; যারা শরয়িতরে বরখলোফ করে এবং শরয়িত পরপিূর্ণ হওয়া ও আল্লাহ্র মনোনীত হওয়া সত্ত্বওে তারা এতে সংশোধনী দতিে আস।

কোন কোন ঐতহিাসকি উল্লখে করছেনে য, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এ অভমিত প্রকাশ করছেনে; বরং সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মুহররম মাসরে শুরুতে শোকাবহ দৃশ্যগুলো নবায়ন করার প্রথা চালু করছেনে তনিি হচ্ছনে- শাহ ইসমাইল আস-সাফাভী (৯০৮-৯৩০হঃি)। ঠকি যমেনটি উল্লখে করছেনে ড. আলী আল-ওয়ারদি "লামহাতুন ইজতমিাইয়্যা ফি তারখিলি ইরাক্ব" গ্রন্থে

(১/৫৯): শাহ ইসমাইল শিয়া মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে কেবল ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে ক্ষান্ত থাকেনি; বরং আরও একটি মাধ্যম গ্রহণ করেছেন। সেটা হচ্ছে প্রচারণা ও তুষ্টকরণের মাধ্যম। তিনি হুসাইন (রাঃ) এর হত্যা-বার্ষিকী উদযাপনের নির্দেশ দেন ঠিক যে পদ্ধতিতে বর্তমানে পালিত হচ্ছে সে পদ্ধতিতে। ইতিপূর্বে হিজরী চতুর্থ শতকে বাগদাদে বুওয়াইহিদ (Buwayhid) রাজাগণ এ অনুষ্ঠান উদযাপন করা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাদের পরবর্তীতে এটি উপেক্ষিত হয় এবং এর গুরুত্ব হ্রাস পায়। অবশেষে এলেন শাহ ইসমাইল। তিনি এ অনুষ্ঠানের আরও উন্নয়ন করেন, এর সাথে তাযিয়া (শোক)-র বৈঠকগুলো যুক্ত করেন; যাতে করে এ অনুষ্ঠান দলিের উপর শক্তিশালী প্রভাব তৈরী করে। এ কথা বললেও ঠিক হবে যে: ইরানে শিয়া মতবাদের বিস্তার লাভে এটাই ছিল প্রধান চালিকাশক্তি। কেননা এর মধ্যে বিষাদ ও কান্নার বহিঃপ্রকাশ, ব্যাপক হারে পতাকা উড়ানো ও তবলা বাজানো ইত্যাদি কর্মগুলো অন্তরের গভীরে বিশ্বাসকে প্রোথিত করে এবং হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন তন্ত্রীগুলোর উপর আঘাত হানে।"[সমাপ্ত]

পাঁচ:

কোন কোন ঐতিহাসিক ফাতিমা (রাঃ) এর সাথে আলী (রাঃ) এর বিবাহ হিজরী তৃতীয় সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইবনে কাছির (রহঃ) বলেন:

"ইবনে মান্দা" রচিত 'আল-মারিফা' গ্রন্থ থেকে বাইহাকী উদ্ধৃত করেছেন যে, আলী (রাঃ) ফাতিমা (রাঃ) কে বিয়ে করেছেন হিজরতের এক বছর পর এবং তার সাথে ঘর সংসার শুরু করেছেন অন্য বছর। অতএব, আলী (রাঃ) ফতিমা (রাঃ) এর সাথে বাস করেছেন তৃতীয় হিজরীর প্রথম দিকে।"["আল-বিদায়া আন্-নিহায়া" (৩/৪১৯) থেকে সমাপ্ত]

এ মাসয়ালায় আরও কিছু কথাবার্তা রয়েছে। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল কোন আলেম মুহররম মাসে বিয়ে করার বিপক্ষে বলেননি। বরং যে ব্যক্তি মুহররম মাসে বিয়ে করবে তার জন্য আমীরুল মুমিনীন আলী (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্যা সাইয়্যিদা ফাতিমা (রাঃ) এর বিবাহের উত্তম আদর্শ রয়েছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।